পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারি : নজিরবিহীন শিক্ষাসঙ্কট

❑ বোর্ড চেয়ারম্যান ও পুস্তকা'র বিরুদ্ধে মামলা : আজ মন্ত্রণালয় ঘেরাও

যুগান্তর রিপোর্ট

পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারি নিয়ে সারাদেশে তোলপাড় চলছে। বই না পাওয়ায় বছরের শুরুতেই শিক্ষাক্ষেত্রে নজিরবিহীন সঙ্কট দেখা দিয়েছে। বই ছাপা, বাঁধাই ও সরবরাহে চরম ব্যর্থতার ফলে দেশের মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের প্রায় সাড়ে কোটি ছাত্রছাত্রী এখনও বই পায়নি। বই ছাপা কার্যক্রমে সংশ্লিষ্টদের ব্যর্থতার দায়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশও কার্যকর হচ্ছে না। কভার পাল্টে পুরনো বই বাজারজাত করার অভিযোগে শিক্ষা বোর্ড ও পুস্তকা'র বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে বই পৌঁছেছে চাহিদার চেয়ে কম। কোথাও আদৌ পৌঁছেনি। বই ব্যবসায়ী নয় এমন দোকানিকে নিয়োগ করা হয়েছে এজেন্ট।

নির্ধারিত সময়ের প্রায় ৩ মাস পর প্রাইমারি ও হাইস্কুলের সাড়ে ৫ কোটি বইয়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ের মাত্র ১০ ভাগ বই সরবরাহ করায় সর্বত্র কাড়াকাড়ি শুরু হয়েছে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে রাজধানী ঢাকাসহ ৬টি বিভাগীয় শহরের মাত্র ১৪৯টি দোকানে বই সরবরাহের কথা প্রচার করা হলেও সেসব স্থানে বই পাওয়া যাচ্ছে না। সারাদেশের গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও রাজধানী ঢাকাসহ সর্বত্র এখন চলছে বইয়ের তীব্র সঙ্কট। বই না থাকায় স্কুলে লেখাপড়াও হচ্ছে না। পাঠ্যপুস্তক : পৃষ্ঠা : ৬ কলাম : ১

পাঠ্যপুস্তক : নজিরবিহীন শিক্ষাসঙ্কট

(১ম পৃষ্ঠার পর) হাইস্কুলের ৬০টির মধ্যে ১৪টি বিষয়ে যে সামান্য বই বাজারে ছাড়া হয়েছে তাতেও রয়েছে নানা অনিয়ম ও ভুল-ভ্রান্তি। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ খুবই কম থাকায় তারা কয়েকগুণ বেশি মূল্যে বই বিক্রি করছে। এমনিতেই এবার অবৈধভাবে বইয়ের দাম গত বছরের চেয়ে ১৮ থেকে ২৬ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। চট্টগ্রামে একটি পেট্রোল পাম্পে, ঢাকায় হোমিওপ্যাথিক ও রাজশাহীতে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের দোকানে, সিলেট ও খুলনায় ট্রান্সপোর্ট কাউন্টারসহ বইয়ের দোকানের বাইরে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এবার বই সরবরাহ করা হয়েছে। এসব বইয়ের মান যাচ্ছেতাই।

বেক্সিমকোর নির্বাহী পরিচালক ইকবাল আহমেদ গতকাল যুগান্তরকে বলেন, বইয়ের কোন সঙ্কট নেই। চাহিদা মোতাবেক বই সরবরাহ করা হচ্ছে। এ মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। অপরদিকে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কোন কর্মকর্তাই এ ব্যাপারে কথা বলতে রাজি হননি। একজন কর্মকর্তা গণসংযোগ বিভাগের মাধ্যমে জানান, প্রয়োজনে বোর্ডের বক্তব্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করা হবে।

গতকাল ঢাকার বাংলাবাজার, নিউমার্কেট, নীলক্ষেতসহ অন্যান্য স্থানে সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে কোনও স্থানে বই নেই। দু-একটি দোকানে বই থাকলেও অতিরিক্ত মূল্যে নোট বইসহ বিক্রি করা হচ্ছে। বিক্রেতারা বলছেন, বহু কষ্ট করে বই সংগ্রহ করে একটু বেশি দামে না বিক্রি করলে তো পোষাবে না।

প্রাথমিক স্তরের বইয়ের বেলাতেও ঘটেছে একই ব্যর্থতা। বেক্সিমকোর শুকতারা ও ক্রি প্রেস ৪ কোটি ৭ লাখ বইয়ের কাজ পায়। এ পর্যন্ত তারা বোর্ড থেকে ৪ লাখ ৫০ হাজার রিম কাগজের মধ্যে ১ লাখ ৫৭ হাজার রিম তুলেছে। কাজ শেষ হয়েছে মাত্র ১৫ ভাগ। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মাধ্যমে কিছু কিছু বই স্কুলগুলোতে সরবরাহ করা হলেও অধিকাংশ স্কুলেই পুরনো বই দেয়া হচ্ছে।

এবার ২৩ লাখ টাকা খরচ করে পরিমার্জনের নামে বইয়ের শুধু প্রচ্ছদ পাল্টে ও কিছু শব্দ, অক্ষর, কমা, সন-তারিখ ইত্যাদি সংযোজন করে নতুনভাবে ছাপানো হচ্ছে।

গতকাল রাজধানীর আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ভিকারুন্নিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, গভ. ল্যাবরেটরি হাইস্কুল ও শাহীন স্কুল এন্ড কলেজে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ছাত্রছাত্রীরা এখনও বই পায়নি। তাই বছরের প্রথম মাস শেষ হতে চললেও ক্লাস শুরু করা যাচ্ছে না। কোন কোন স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা এসে গল্প-গুজব করে সময় কাটাচ্ছে। এক মাস পরই প্রথম সাময়িক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ছাত্রছাত্রীরা হাতে বই না পাওয়ায় এ পরীক্ষা নেয়া আদৌ সম্ভব হবে কিনা সে বিষয়ে স্কুলের শিক্ষকরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

মামলা : পুরনো বই কভার পরিবর্তন করে বাজারজাত করার অভিযোগে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ দু'জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অশোক কুমার ঘোষ বাদী হয়ে গতকাল ঢাকার সিএমএম আদালতে এ মামলা দায়ের করেন। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নুরুল ইসলাম বাদীর জবানবন্দি নিয়ে মামলাটি তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মহাপরিচালককে নির্দেশ দিয়েছেন।

বাদী মামলার আর্জিতে বলেন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. তপন কান্তি চৌধুরী ও পুস্তকা'র নির্বাহী পরিচালক ইকবাল আহমেদ পাঠ্যপুস্তক নিয়ে যে প্রতারণা হচ্ছে তা সবই জানেন। তারা বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে ২০০০ সালের পাঠ্যবই যা ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল সেই সিলেবাসের বা পাঠ্যসূচির পরিবর্তন না করে শুধু বইয়ের কভার পরিবর্তন করে বাজারজাত করেছেন। ষষ্ঠ শ্রেণীর নিম্ন মাধ্যমিক গণিত, ইংলিশ ফর টুডে, নবম শ্রেণীর ইংলিশ ফর টুডেসহ প্রকাশিত অন্যান্য বই এর উদাহরণ।

মামলার বাদী আর্জিতে আরও বলেন, তিনি গত ২২ জানুয়ারি বিকেলে ষষ্ঠ শ্রেণীর একটি পাঠ্যবই হাতে নিয়ে ২০০০ ও ২০০১ সালের বোর্ড অনুমোদিত বইগুলোর সঙ্গে তুলনা করে প্রতারণার বিষয়টি ধরতে পেরে আদালতে মামলা করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘেরাও : পাঠ্যপুস্তক সঙ্কট, অনিয়ম, দুর্নীতি এবং এর সঙ্গে যুক্ত বোর্ডের কর্মকর্তা ও প্রকাশক সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট আজ দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘেরাও করবে।

প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা : পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাত করতে ব্যর্থতার জন্য পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও বেক্সিমকোর ৩টি প্রেসের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছে। গতকাল সমিতির মহাসচিব আবদুর রাজ্জাক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরিত এক পত্রে এ আবেদন জানান।

সারাদেশের চিত্র :

বরিশাল : নতুন বই কবে পাওয়া যাবে ছাত্র-ছাত্রীদের সে নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারছে না। এ কারণে স্কুলে ক্লাস শুরু তো দূরের কথা বুক লিস্টই তৈরি হয়নি। শহরের বই ব্যবসায়ীরা জানান, চলতি বছর এ শহরে বইয়ের চাহিদা আছে ১০ হাজার সেটের। গতকাল পর্যন্ত পাওয়া গেছে এক হাজার সেট। এর মধ্যে ৪টি ক্লাসের জন্য এসেছে ৯টি বিষয়ের বই। রোববার ওই বই এককভাবে পেয়েছে খন্দকার ব্রাদার্স। সরবরাহ নিয়ে পুস্তকার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে অন্য ব্যবসায়ীদের।

শহরের অন্যতম বই ব্যবসায়ী বুক ভিলার দেলোয়ার হোসেন রূপক জানান, তারা ২ মাস আগে বইয়ের জন্য আবেদন করেছেন। ১৯ জানুয়ারি টাকা জমা দিয়েছেন। এখনও বই পাননি। আগামী রোববার বই সরবরাহ করা হতে পারে বলে পুস্তকা তাদের জানিয়েছে। অরিয়েন্টাল বুক ডিপোর অমল দেব জানালেন, ৩ মাস আগে অগ্রিম টাকা দিয়েও এখনও বই পাননি। ২৭ জানুয়ারি তাদের বই সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে পুস্তকা। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ বেক্সিমকো পত্রিকায় শহরের যে সব বইয়ের দোকানে নাম উল্লেখ করে বিজ্ঞাপন দিয়েছে তার অর্ধেকের কোন অস্তিত্ব নেই। কেউ আবার বিক্রি করে পুরনো বই কিংবা মাদ্রাসার বই। বিভাগের অন্য কোন জেলায় এখনও কোন বই এসে পৌঁছায়নি।

প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বইয়ের চাহিদা প্রায় ১১-লাখ ৭৭ হাজার। গতকাল পর্যন্ত বরাদ্দ এসেছে এক লাখ ৫৩ হাজার। গত বছরের উদ্বৃত্ত প্রায় ২ লাখ ৬৭ হাজার বই মিলিয়ে এ পর্যন্ত ৪ লাখ ২০ হাজার বই বিতরণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কোন বই আসেনি। প্রথম শ্রেণীর জন্য ৭২ হাজার ৭৬৮টি বাংলা বইয়ের মধ্যে বরাদ্দ পাওয়া গেছে ২৬ হাজার ৩৬৫ কপি। ৭৬ হাজার ১৮৩টি ইংরেজি বইয়ের জন্য বরাদ্দ এসেছে ২৯ হাজার ৪০০ বই এবং ৭২ হাজার ৭৬৮ কপি গণিতের জন্য পাওয়া গেছে ১০ হাজার ৭২২টি। তৃতীয় শ্রেণীর জন্য এসেছে শুধু গণিতের বই। তাও ৪০ হাজার ৯৪১ কপি বইয়ের মধ্যে পাওয়া গেছে ৪ হাজার কপি। পঞ্চম শ্রেণীর জন্য এসেছে শুধু ইংরেজি বই। ৩৬ হাজার ৫৫৫টির মধ্যে পুরোটাই পূরণ হয়েছে। বরাদ্দকৃত এই বইয়ের মধ্য থেকে বরিশাল সদর উপজেলার সব স্কুলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বাকি বই পাঠানো হয়েছে গৌরনদী, বাবুগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ, হিজলা ও বানারীপাড়ায়। আগৈলঝাড়া, উজিরপুর, মুলাদী ও মেহেন্দিগঞ্জে কোন বই এখনও পাঠানো হয়নি।

চট্টগ্রাম : পুস্তকার স্থানীয় এজেন্টের সরবরাহ করা বই এক নিমিষেই শেষ হয়ে গেছে। রোববার রাতে 'এ টি ট্রেডিং' নামের এই এজেন্ট ১১টি বিষয়ের ১ লাখ ১০ হাজার বই গুটিকয়েক পাইকারি ব্যবসায়ীর মধ্যে সরবরাহ করে। এর মধ্যে নগরীর বইয়ের বাজারখ্যাত আন্দরকিল্লার নিউ মোস্তফা, পাঠকবন্ধু ও মডার্ন লাইব্রেরি সবচেয়ে বেশি বই পেলেও এসব লাইব্রেরিতে দিনে দিনে বই শেষ হয়ে গেছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে আন্দরকিল্লার বিভিন্ন লাইব্রেরিতে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অধিকাংশ লাইব্রেরি বই পায়নি। যেসব লাইব্রেরি পেয়েছে দুপুরের মধ্যে বই বিক্রি হয়ে গেছে। তাছাড়া পাইকাররা শহরের বাইরে বই বিক্রি করায় আন্দরকিল্লায় গতকাল শত শত ক্রেতা এসে বিফল হয়ে ফিরে গেছেন বলে স্থানীয় ব্যবসায়ী কমলকৃষ্ণ দেব জানান। পুস্তকার স্থানীয় এজেন্ট সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার নবম ও দশম শ্রেণীর গণিত এবং জ্যামিতি বিষয়ের আরও ৫ হাজার করে বই এসেছে।

পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সব ধরনের দুর্নীতি রোধ ও অবিলম্বে ছাত্রদের হাতে পাঠ্যবই তুলে দেয়ার দাবিতে ছাত্র ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগর শাখা সমাবেশের আয়োজন করে। গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফেডারেশন সদস্য শহীদ শিমুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, শুধু টেক্সট বুক বোর্ডের দুর্নীতি ও অদূরদর্শিতার কারণে ছাত্রদের জীবন থেকে মূল্যবান একটি মাস হারিয়ে যেতে বসেছে। সমাবেশে হাসান মারুফ রুমি, জামিলা সিদ্দিকা বেবী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

যে সব বই 'পুস্তকা' সরবরাহ করেছে সে সবের ছাপা, প্রিন্টিং, বাইন্ডিং অত্যন্ত নিম্নমানের বলে অভিযোগ উঠেছে। গণিতের বইয়ে ইতিহাসের পাতা আর ইতিহাসের বইয়ে গণিতের পাতা সংযোজন হওয়ার মতো অদ্ভুত কাণ্ডও ঘটেছে।

বগুড়া : পুস্তকা এখনও কোন এজেন্টই নিয়োগ করেনি। নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিতরণের জন্য কবে বগুড়ায় বই আসবে স্থানীয় পুস্তক ব্যবসায়ীরা তা নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না।

পুস্তক প্রকাশক ও ব্যবসায়ী সমিতির একজন নেতা বলেছেন, পরিস্থিতির উন্নতি না হলে জুন-জুলাইয়ের আগে বই পাওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। করতোয়া বুক স্টল থেকে অবশ্য বলা হয়েছে, আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে বগুড়ায় বই আসবে। শহরের আরও কয়েকটি বইয়ের দোকানে কথা বলে জানা গেছে, বগুড়ায় কোন এজেন্ট না থাকায় ঢাকা থেকে বেশি দামে কেনা বই বগুড়ায় বিক্রি হচ্ছে প্রায় দ্বিগুণ দামে। নবম শ্রেণীর যে বইয়ের দাম গত বছর ছিল ২৫ টাকা ৩৫ পয়সা, সেই বইয়ের সরকার নির্ধারিত দর এবার ৩১ টাকা ৯৬ পয়সা। কালোবাজারে তা বিক্রি হচ্ছে কোথাও ৬০ কোথাও ৭০ টাকায়। অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বই ৩৩ টাকার পরিবর্তে বিক্রি হচ্ছে ৫৮ থেকে ৬০ টাকায়। জেলা শিক্ষা অফিস জানে না বগুড়ায় বইয়ের চাহিদা কতো এবং কবে বাজারে বই আসবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য বরাদ্দ করা প্রায় ৩ লাখ বই এখনও পড়ে আছে গুদামে। গুদামে পড়ে থাকা এ বিপুল বইয়ের বেশির ভাগই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ৩টি শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এখনও বরাদ্দ দেয়া হয়নি বাংলা, ইংরেজি, সমাজবিজ্ঞান ও ইসলাম ধর্মসহ অন্যান্য বিষয়ের বই। কেন এত বই গুদামে পড়ে আছে তার কারণ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কেউ বলতে পারে না। তবে একজন কর্মকর্তা বলেছেন, বই পরিবহনে নিয়োজিত ঠিকাদাররা তাদের আর্থিক ক্ষতি এড়াতে সব বই আসার পর উপজেলা পর্যায়ে বই পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়ায় বইগুলো দীর্ঘদিন ধরে গুদামে পড়ে থাকছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বগুড়ার ১১টি উপজেলা এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের জন্য যে ১১ লাখ ৮১ হাজার ৬৭০টি বই বরাদ্দ করা হয়েছে, তার মধ্যে পাওয়া গেছে ৬ লাখ ৩৬ হাজার ৫৬টি বই। এর মধ্যে গত ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত ৩ লাখ ৭৯ হাজার ৩০৩টি বই বিতরণ করা হলেও জেলা সদরের গুদামে পড়ে আছে ২ লাখ ৫৬ হাজার ৫৫৩টি বই। উপজেলা শিক্ষা অফিস ও স্কুলগুলোর গুদামে পড়ে আছে আরও অন্তত ৫০ হাজার বই। এ বইগুলোর বেশির ভাগই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা, অংক, ইংরেজি বিষয়ের। বরাদ্দ করা বইয়ের মধ্যে বাকি ৬ লাখ বই কবে পাওয়া যাবে তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছে না।

তৃতীয় শ্রেণীর জন্য শুধু গণিত বই বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, তা শুধু শেরপুর, ধুনট ও নন্দীগ্রাম উপজেলার জন্য। চতুর্থ শ্রেণীর ৬টি বিষয়ের মধ্যে শুধু হিন্দু ধর্ম বই বরাদ্দ দেয়া হয়েছে কাহালু, দুপচাঁচিয়া, আদমদীঘি, শেরপুর, ধুনট ও নন্দীগ্রামে। বাকি ৫টি উপজেলায় এ শ্রেণীর অন্য বিষয়ের বই বরাদ্দ দেয়া হয়নি। তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দু ধর্ম বই বরাদ্দ দেয়া হয়নি কোন উপজেলাতেই। পঞ্চম শ্রেণীর জন্য শুধু হিন্দু ধর্ম বিষয়ে বই পাওয়া গেছে ১১টি উপজেলাতেই।

রংপুর : বৃহত্তর রংপুরের ৫ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮ লাখ ছাত্রছাত্রী এখনও কোন বই পায়নি। ওইসব জেলা শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, চাহিদা অনুপাতে মাত্র ২৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে বই পৌঁছেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বই সঙ্কটের কারণে ক্লাস শুরু করা যাচ্ছে না।

রংপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানিয়েছে, জেলার ৮ উপজেলার চাহিদা অনুযায়ী ঢাকায় ১৩ লাখ ৩৬ হাজার ৬১৭ কপি বই চেয়ে পত্র পাঠানো হয়েছে। তাদের হাতে গতকাল পর্যন্ত ৫ লাখ ৭ হাজার ৫৬০টি বই পৌঁছেছে। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ওই বইয়ের চাহিদা অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীতে ৭৩ হাজার ৫২৮ সেট, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৭৪ হাজার ২৯৭ সেট, তৃতীয় শ্রেণীতে ৩৮ হাজার ২৮৭ সেট, চতুর্থ শ্রেণীতে ৪০ হাজার ৯৪১ সেট ও পঞ্চম শ্রেণীতে ৪১ হাজার ১১৩ সেট বই প্রয়োজন। এ জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪ লাখ ৩১ হাজার ৪৫১ [illegible] বিক্রেতাকে বই বিক্রির জন্য নির্বাচিত করে। নির্বাচিত রহমান বুকস কয়েকমাস ধরে বন্ধ বলে জানা গেছে। বই বিক্রির জন্য আলীগড়, সংলাপ ও বুকস প্যাভিলিয়ন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরি নির্বাচিত হয়নি। এদের অনেকে আবার অন্যভাবে বই সংগ্রহ করে বিক্রি করেছে।

মঙ্গলবার সোনাদীঘি মোড় ও নিউমার্কেটের বেশ কিছু লাইব্রেরিতে ক্রেতাদের ভিড় দেখা গেছে। বইয়ের গায়ে মুদ্রিত দামের ওপর ৩/৪ টাকা করে বিক্রেতারা বেশি নিচ্ছে। এ নিয়ে ক্রেতারাও তেমন আপত্তি করছেন না। তাদের কাছে বই পাওয়াটাই বড় কথা। নিউমার্কেটের বুকস হাউজের একজন কর্মচারী জানান, কিনতে বেশি দাম পড়ায় তারাও বেশি নিচ্ছেন।

গতবছরের বইয়ের সঙ্গে এবারের বই মিলিয়ে দেখা গেছে, তেমন কোন পার্থক্য নেই। ক্ষেত্রবিশেষে ২/১টি প্রবন্ধ পরিবর্তন করা হয়েছে। তবে দাম বেড়েছে শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ। অগ্রণী উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র মামুন-অর-রশীদ জানায়, বছরের প্রায় এক মাস নষ্ট করে সে মাত্র তিনটি বিষয়ের বই (বাংলা, ইংরেজি ও গণিত) হাতে পেয়েছে। অন্য বই কবে পাবে তা অনিশ্চিত। এতে তার পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। রাজশাহীর উপজেলা এলাকায় মঙ্গলবার পর্যন্ত কোন বই পৌঁছেনি বলে তানোর, গোদাগাড়ি থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে। রাজশাহী বিভাগের অন্যান্য স্থানেও বই পৌঁছেনি বলে জানা গেছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, গাইবান্ধার কিছু বই বিক্রেতা মঙ্গলবার বইয়ের জন্য রাজশাহীতে ধরনা দেয় বলে বীণা বুকস-এর মালিক জানিয়েছেন।

টাঙ্গাইল : বোর্ডের বই যেন সোনার হরিণ। পকেটভর্তি টাকা নিয়ে বইয়ের দোকানে দোকানে ধরনা দিয়েও বই কিছুতেই মিলছে না।

টাঙ্গাইলের বই ব্যবসায়ীরা জানান, বোর্ডের বইয়ের ঢাকার একমাত্র সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান 'এফ রহমান কোম্পানি'। এই প্রতিষ্ঠানের টাঙ্গাইল জেলার একমাত্র এজেন্ট হল সদরের ভিক্টোরিয়া রোডের বাবুল লাইব্রেরি। গত সোমবার পর্যন্ত ওই এজেন্টকে ঢাকা থেকে সরবরাহ দেয়া হয়েছে প্রতি বিষয়ের মাত্র ১৫০ সেট বই। এজেন্টের কাছ থেকে জেলার বিভিন্ন স্থানের বই ব্যবসায়ীরা ৪/৫ সেট করে বই নিয়ে দোকানে তুলছেন। বাজারে বই এসেছে একথা শুনে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা বইয়ের দোকানগুলোতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন। কিন্তু বোর্ডের বই নামের 'সোনার হরিণ' কিছুতেই তাদের ভাগ্যে মিলছে না।

প্রাথমিক শিক্ষা স্তরেও বই নিয়ে একই অবস্থা বিরাজ করছে। প্রাথমিক স্তরের ১৪ লাখ নতুন বইয়ের মধ্যে শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বই এসেছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর অংক বই আসেনি বলে মঙ্গলবার জেলা শিক্ষা অফিসের সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে।

যশোর : বইয়ের চাহিদা ১০ লাখ। এসেছে ৫ লাখ। তিন পরিবেশক পপুলার লাইব্রেরি, আজিজিয়া বুক ডিপো ও জসিম বুক ডিপোর মালিকরা গত এক সপ্তাহ ধরে ঢাকা আছেন। তারা বই পাওয়ার তদবির করছেন সেখানে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা প্রতিদিনই লাইব্রেরিগুলোতে ভিড় করছেন। বই পাচ্ছেন না।